গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
(ভবন-০৬, ১০ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
www.moca.gov.bd

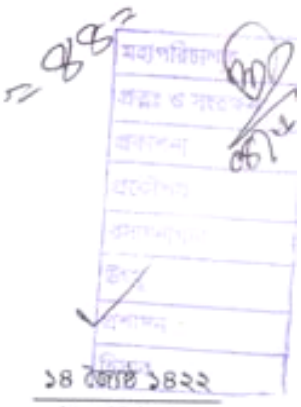

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২২.৭৮.১৩- ১১১ ৫

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
২৮ মে ২০১৫

বিষয় : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'সেমিনার হল ও অডিটরিয়াম ব্যবহারের নীতিমালা-২০১৫' অনুমোদন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের 'সেমিনার হল ও অডিটরিয়াম ব্যবহারের নীতিমালা-২০১৫' এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নীতিমালার কপি যথানির্দেশ এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : সেমিনার হল ও অডিটরিয়াম ব্যবহারের নীতিমালা-২০১৫।

ছানিয়া আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫১৫৫১৭

মহাপরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১। অফিস কপি।
২। মাস্টার ফাইলে সংরক্ষণ কপি।

খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
ভবন-০৬, ১০ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
website:www.moca.gov.bd

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা-২০১৫

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের বিভিন্ন সাইটে সেমিনার হল ও মিলনায়তন নির্মিত হয়েছে। এই সকল সেমিনার হল ও মিলনায়তন ফি'র বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য জনসাধারন ও প্রতিষ্ঠান আবেদন করে থাকে। প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তনসমূহ ব্যবহার, বরাদ্দ প্রদান, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২। **শিরোনাম** : এই নীতিমালা **'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার নীতিমালা-২০১৫'** নামে অভিহিত হবে।

৩। **উদ্দেশ্য** :

ক. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের অধিনস্থ বিভিন্ন সাইটের সেমিনার হল ও মিলনায়তন সমূহের যথাযথ (সাংস্কৃতিক চর্চা) ব্যবহার নিশ্চিত করা।

খ. আবেদনকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ফি'র বিনিময়ে সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য বরাদ্দ দিয়ে সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি করা।

৪। **সংজ্ঞা** : বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়:

ক. 'আইন' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত);
খ. 'সরকার' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়;
গ. 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বা অধিদপ্তর' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন মোতাবেক গঠিত প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম অধিদপ্তর যা পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নামে নামকরণ করা হয়;
ঘ. 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসেবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক;
ঙ. 'প্রধান কার্যালয়' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়;
চ. 'জাদুঘর' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন জাদুঘর সমূহ;
ছ. 'স্থাপনা ' অর্থ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, জাদুঘর, পুরাকীর্তি ও পুরাকীর্তি আইন দ্বারা ভবিষ্যতে নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনাসমূহ;
জ. 'আঞ্চলিক পরিচালক' অর্থ অধিদপ্তরের অধিনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ও আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;
ঝ. 'কাস্টোডিয়ান' অর্থ অধিদপ্তরের অধিনে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত ও সংশ্লিষ্ট জাদুঘর ও স্থাপনায় কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;
ঞ. 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন সেমিনার হল ও মিলনায়তন;
ট. 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার' অর্থ এ নীতিমালা অনুসারে ভাড়ার বিনিময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার;
ঠ. 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ; এবং
ড. 'আবেদনকারী' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি নির্ধারিত সময়ের জন্য ভাড়া প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছেন।

৫। বাস্তবায়ন এলাকা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল এলাকায় এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৬। ব্যবস্থাপনা : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সার্বিক নির্দেশনায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বজায় রেখে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ক. **প্রধান কার্যালয় :**

১. সেমিনার হল ও মিলনায়তন ভাড়ার বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করবেন । আবেদন মহাপরিচালক পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক ও কাস্টোডিয়ানকে নির্দেশনা প্রদান করবেন । ক্ষেত্র বিশেষে, আবেদন অনুমোদন প্রদানের জন্য সরকারের নিকট মতামতসহ অগ্রায়ণ করবেন।

খ. **আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় :**

১. স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করা।

গ. **কাস্টোডিয়ান কার্যালয় :**

১. স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য অধিদপ্তরে অগ্রায়ণ করা;

২. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার বিষয়ে যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৩. ব্যবহার্য স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

৪. স্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিঘ্নিত না করে ভাড়াগ্রহণকারীদের সহযোগিতা প্রদান করা;

৫. সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারকালে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে অবহিত করা।

৭। **প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য শ্রেণী বিভাগ :**

ক্রমিক	শ্রেণী বিন্যাস	প্রত্নস্থল
১.	ক.	আসনসংখ্যা দু'শ জন বা তার বেশী এমন সেমিনার হল ও মিলনায়তন ।
২.	খ.	আসনসংখ্যা সর্বোচ্চ একশ পঞ্চাশ জন এমন সেমিনার হল ।

সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামানত ও ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হবে ।

ভাড়াগ্রহণকারীকে ভাড়ার সাথে সরকার নির্ধারিত হারে ভ্যাট প্রদান করতে হবে।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন অনুষ্ঠানের জন্য এ ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৮। হ্রাসকৃত হার : গ্রাম পর্যায়ের বিদ্যালয়/ এতিমখানা/ সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ সরকারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভাড়ার হার মহাপরিচালক সর্বোচ্চ ৫০% হ্রাস করতে পারবেন।

৯। **আনুষঙ্গিক সুবিধাদি গ্রহণ :**

১. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিশ্রামাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশিফট টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) ও গাড়ী রাখার জায়গা (জীপ/ মাইক্রোবাস/কার ১০০টাকা, ট্রাক/বাস ১৫০ টাকা ও মোটর সাইকেল ৫০টাকা প্রতিশিফট হারে) পরিশোধ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে। এ টাকা মূল ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে নগদ প্রদান করতে হবে।

২. নিরাপত্তার কারণে বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে শুধু সেমিনার হল অথবা মিলনায়তনের বিদ্যমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত আলোকসজ্জা/বৈদ্যুতিক আলো সংযোজন করতে হলে, কর্তৃপক্ষের অনুমতি সাপেক্ষে, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যয় বাবদ প্রতিশিফট টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) করে নগদ জমা দিতে হবে। এক্ষেত্রে পৃথক রসিদের মাধ্যমে এ অর্থ আদায় করতে হবে এবং গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

৩. সেমিনার হল ও মিলনায়তনের বিদ্যমান বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোন যন্ত্রপাতি/লাইট/ শব্দ প্রক্ষেপন যন্ত্র ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৪. অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রস্তুতিমূলক কাজ অথবা মঞ্চ মহড়ার জন্য অনুষ্ঠানের পূর্বদিন সেমিনার হল অথবা মিলনায়তন খালি থাকা সাপেক্ষে ব্যবহার করা যাবে। এজন্য প্রতি ঘন্টা ভ্যাট ব্যতিরকে ৩০০/- (তিনশ') টাকা ও বিধিমত ভ্যাট পৃথক রশিদের মাধ্যমে আদায় করতে হবে। গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দিতে হবে।

১০। **নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ :** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারে আগ্রহী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা নিরাপত্তাকর্মীর সাথে যোগাযোগ করে স্থাপনাসহ তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১১। **ক্ষতিপূরণ :** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারকালে পুরাকীর্তি, বাগান বা সরকারী সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে ভাড়াগ্রহণকারীর জামানত থেকে সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জরিমানা ভাড়াগ্রহণকারী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ জরিমানার পরিমাণ জামানতের চেয়ে বেশী হলে ভাড়াগ্রহণকারী অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ আদায়কল্পে সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টোডিয়ান ভাড়াগ্রহণকারীর মালামাল আটক রাখতে পারবেন, যা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ সাপেক্ষে ভাড়াগ্রহণকারী ফেরত পাবেন।

১২। **নিম্নরূপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সেমিনার হল ও মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে :**

ক. পন্ডিত, গবেষক ও বিদগ্ধজনের লিখিত গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান।
খ. বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠান।
গ. শিক্ষা/প্রশিক্ষণমূলক চলচ্চিত্র ও স্লাইড প্রদর্শন।
ঘ. প্রত্ননিদর্শন, গ্রন্থপ্রকাশ, চিত্র প্রদর্শন বা সমপ্রকৃতির অনুষ্ঠান।
ঙ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।
চ. সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিশেষ ধরনের সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।
ছ. নিবন্ধনকৃত সংস্থা, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি কর্তৃক শিক্ষামূলক বৃত্তিপ্রদান, সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম।
জ. রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলসঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, বাউলসঙ্গীতের অনুষ্ঠান বা অন্য কোন সঙ্গীতানুষ্ঠান যা দেশীয় লোকশিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে তেমন অনুষ্ঠান।
ঝ. সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির অধীন বা অন্য কোনভাবে সরকারি অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশি দূতাবাস/সংস্থা কর্তৃক সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা অনুরূপ অনুষ্ঠান।
ঞ. সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি/অনুমতিপত্র কাস্টোডিয়ানের নিকট দাখিল করা সাপেক্ষে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র বা অনুরূপ চলচ্চিত্র প্রদর্শন বিষয়ক অনুষ্ঠান।

১৩। **নিম্নরূপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সেমিনার হল ও মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না :**

ক. কোন সংস্হা, প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সাধারণ সম্মেলন/ সভা/ নির্বাচন/ অভিষেক/ ঈদ পুনর্মিলনী/ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বা অনুরূপ অনুষ্ঠান;

খ. কোন রাজনৈতিক দল বা এর অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক মিলনায়তন ব্যবহার;

গ. রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্কমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান;

ঘ. অশালীন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় বা ধারাবর্ণনা;

ঙ. বিবাহ অনুষ্ঠান বা অনুরূপ সামাজিক অনুষ্ঠান;

চ. নবীনবরণ বা অভিষেক অনুষ্ঠান ও বিদায় অনুষ্ঠান ।

১৪। **আবেদনের নিয়মাবলী :** আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমোদন নিতে পারবেন :

ক. আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

খ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার করতে হলে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে আবেদন করলে কমপক্ষে ১৪ কার্যদিবস পূর্বে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়/ কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করে আবেদনটি মতামতসহ সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। আঞ্চলিক কার্যালয় মূল আবেদন মতামতসহ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে লিখিতভাবে অবহিত রাখবে।

১৫। **অনুমোদন প্রদান :** আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছার পর মহাপরিচালক তা পরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করবেন (ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।)

১৬। **ভাড়া প্রদান পদ্ধতি :** আবেদনকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ও জামানতের অর্থ **'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার তহবিল, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর'** এর অনুকূলে পৃথক দু'টি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার' এর মাধ্যমে কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। নগদ বা চেকের মাধ্যমে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে না।

১৭। **বরাদ্দ বাতিল ও বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তন :**

(ক) বরাদ্দ বাতিলের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন করা হলে নিম্নহারে ফি থেকে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ও জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে :-

ক্রমিক	আবেদন করার সময়	জমাকৃত ভাড়া হতে কর্তনযোগ্য
১.	নির্দিষ্ট দিনের ১৫ দিন পূর্বে	১০%
২.	নির্দিষ্ট দিনের ৭ দিন পূর্বে	২৫%
৩.	নির্দিষ্ট দিনের ১ দিন পূর্বে	৫০%
৪.	নির্দিষ্ট দিনে	১০০%

খ. কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বরাদ্দ বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে । সে ক্ষেত্রে অগ্রিম জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত দেয়া হবে।

গ. বরাদ্দকৃত স্থাপনা ব্যবহারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন করা হলে খালি থাকা সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। অভিপ্রেত তারিখে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামত তারিখে স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবে। তবে, তা কোনক্রমেই নির্দিষ্ট দিনে বা তার পরে দাখিলকৃত আবেদনের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পরিচালককে যথাসময়ে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

১৩। **নিম্নরূপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সেমিনার হল ও মিলনায়তন বরাদ্দ দেয়া হবে না :**

ক. কোন সংস্হা, প্রতিষ্ঠান বা সমিতির সাধারণ সম্মেলন/ সভা/ নির্বাচন/ অভিষেক/ ঈদ পুনর্মিলনী/ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী বা অনুরূপ অনুষ্ঠান;

খ. কোন রাজনৈতিক দল বা এর অঙ্গ সংগঠন কর্তৃক মিলনায়তন ব্যবহার;

গ. রাজনৈতিক বা ধর্মীয় বিতর্কমূলক আলোচনা অনুষ্ঠান;

ঘ. অশালীন সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয় বা ধারাবর্ণনা;

ঙ. বিবাহ অনুষ্ঠান বা অনুরূপ সামাজিক অনুষ্ঠান;

চ. নবীনবরণ বা অভিষেক অনুষ্ঠান ও বিদায় অনুষ্ঠান ।

১৪। **আবেদনের নিয়মাবলী :** আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের অনুমোদন নিতে পারবেন :

ক. আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

খ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার করতে হলে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে আবেদন করলে কমপক্ষে ১৪ কার্যদিবস পূর্বে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়/ কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করে আবেদনটি মতামতসহ সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। আঞ্চলিক কার্যালয় মূল আবেদন মতামতসহ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে লিখিতভাবে অবহিত রাখবে।

১৫। **অনুমোদন প্রদান :** আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছার পর মহাপরিচালক তা পরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করবেন (ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।)

১৬। **ভাড়া প্রদান পদ্ধতি :** আবেদনকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ও জামানতের অর্থ 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার তহবিল, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর' এর অনুকূলে পৃথক দু'টি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার' এর মাধ্যমে কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। নগদ বা চেকের মাধ্যমে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের সুযোগ দেয়া হবে না।

১৭। **বরাদ্দ বাতিল ও বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তন :**

(ক) বরাদ্দ বাতিলের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন করা হলে নিম্নহারে ফি থেকে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ও জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে :-

ক্রমিক'	আবেদন করার সময়	জমাকৃত ভাড়া হতে কর্তনযোগ্য
১.	নির্দিষ্ট দিনের ১৫ দিন পূর্বে	১০%
২.	নির্দিষ্ট দিনের ৭ দিন পূর্বে	২৫%
৩.	নির্দিষ্ট দিনের ১ দিন পূর্বে	৫০%
৪.	নির্দিষ্ট দিনে	১০০%

খ. কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বরাদ্দ বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে । সে ক্ষেত্রে অগ্রিম জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত দেয়া হবে।

গ. বরাদ্দকৃত স্থাপনা ব্যবহারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন করা হলে খালি থাকা সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। অভিপ্রেত তারিখে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামত তারিখে স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবে। তবে, তা কোনক্রমেই নির্দিষ্ট দিনে বা তার পরে দাখিলকৃত আবেদনের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পরিচালককে যথাসময়ে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

ঘ. অনুষ্ঠান চলাকালীন নিয়ন্ত্রণ বর্হিভূত যান্ত্রিক (বিদ্যুৎ, সাউন্ড বা অনুরূপ ক্ষেত্রে) ত্রুটি/সমস্যা দেখা দিলে সেজন্য কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না এবং সেক্ষেত্রে ভাড়া ফেরত দেয়া হবে না।

১৮। **আবেদনকারীদের নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ মেনে চলতে হবে :**

ক. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই যে কোন একজন প্রতিনিধি/ আবেদনকারী অনুমোদন পত্র ও ভাড়ার পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট স্থাপনার কাস্টোডিয়ানের দপ্তরে জমা করবেন।

ক. শুধুমাত্র অনুমোদিত এলাকায় ভ্রমণ করবে পারবেন। তাদের জন্য অনুমোদিত নয় এমন স্থানে যেতে পারবেন না।

খ. ভাড়াগ্রহণকারীকে সূর্যাস্তের পূর্বে ভাড়া গ্রহণকৃত স্থাপনা ত্যাগ করতে হবে।

গ. ভাড়াগ্রহণকারী সহনীয় মাত্রায় এবং অন্যদের বিরক্ত না করে শব্দযন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন; তবে কোন দর্শনার্থী বা পর্যটক বা কর্মকর্তা যদি শব্দ নিয়ন্ত্রন করতে বলেন তবে ভাড়া গ্রহণকারী শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য থাকবেন।

ঘ. অনুষ্ঠানে আনীত মালামাল নিজ দায়িত্বে সেমিনার হল বা অডিটরিয়াম হতে সরিয়ে নিতে হবে এবং সরিয়ে নেয়ার পূর্বে নিরাপত্তা প্রধানের প্রত্যায়ন ও অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

ঙ. কোন অনুষ্ঠানে যদি বিদেশী নাগরিক অংশগ্রহণ করেন সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।

১৯। **ভাড়াগ্রহণকারীদের বর্জনীয় বিষয়াদি :**

ক. ভাড়াগ্রহণকারীদের কোন গাড়ী স্থাপনার মূল অংশে প্রবেশ করানো যাবে না।

খ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারকালে পুরাকীর্তি তথা সরকারী কোন সম্পদের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

গ. প্রত্নস্থলে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতির পরিপন্থী কোন কাজ করা যাবে না।

ঘ. প্রত্নস্থলে কোন শ্লোগান, চিৎকার, হৈহল্লা ইত্যাদি করা যাবে না।

ঙ. স্থাপনা পরিদর্শনে আগত অন্য দর্শকদের বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

চ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের জন্য কোন সামিয়ানা, প্যান্ডেল বা স্থাপনা তৈরী করা যাবে না।

ছ. প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহারের প্রয়োজনে প্রত্নস্থলের অভ্যন্তরে কোন প্রকার মঞ্চ তৈরী বা ঐতিহাসিক পরিবেশ বিকৃতকরণ বা ভাবগাম্ভীর্য ক্ষুন্ন করা যাবে না।

জ. কোন প্রকার খাবার রান্না করা বা খাওয়া যাবে না। তবে, সংশ্লিষ্ট সেমিনার হল ও মিলনায়তনের সাথে পৃথক কোন ডাইনিং হল থাকলে তা ভাড়ার বিনিময়ে (প্যাকেট খাবার) ব্যবহার করা যাবে।

ঝ. পুরাকীর্তির গায়ে পেরেক ব্যবহার করে আলোকসজ্জা করা যাবে না।

ঞ. সেমিনার হল ও অডিটরিয়াম বা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ধুমপান, প্রদীপ (যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন) প্রজ্জ্বলন, মোমবাতি জ্বালানো বা আগুনের ব্যবহার করা যাবে না।

ট. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার গর্ত করা যাবে না বা বাগান নষ্ট করা যাবে না।

ঠ. পুরাকীর্তি বা প্রত্নস্থলে কোন প্রকার সভা, সমাবেশ এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানমূলক কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ড. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার ধুমপান করা যাবে না বা কোন ধরণের মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা বহন করা যাবে না।

ঢ. প্রত্নস্থলে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা পরিচালনা করা যাবে না।

ণ. সেমিনার হল স্টেজ, দেয়াল কিংবা সংশ্লিষ্ট স্থান বা আসবাবপত্রে পেরেক, কাঁটা বা আঠা ব্যবহার করা যাবে না।

ত. কোন টিকেট বিক্রয় করা যাবে না এবং এই উদ্দেশ্যে কোন বিজ্ঞাপনও প্রচার করা যাবে না।

থ. নিরাপত্তার কারণে সেমিনার হলে অথবা অডিটরিয়াম- এ বিদ্যমান ব্যবস্থার অতিরিক্ত আলোক সংযোগের ব্যবস্থা করা যাবে না।

দ. পোস্টার, ব্যানার বা অনুরূপ প্রচারসামগ্রী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ব্যতীত অন্য কোথাও লাগানো যাবে না।

ধ. কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত মিলনায়তন অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করতে পারবে না।

২০। **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সেমিনার হল ও মিলনায়তন ব্যবহার বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান এর তত্ত্বাবধানে তফসিলভুক্ত সরকারি ব্যাংক' এর নিকটতম শাখায় জমা দিতে হবে। আবেদনকারীর কার্যক্রম শেষে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট' এর বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে টাকা সরকারী কোষাগারে জমা দিতে হবে। নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দ বাতিলের আবেদন করা হলে কর্তনযোগ্য অর্থ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অর্থ আবেদনকারীকে চেকের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হবে ।

কেবল আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান বাবদ প্রাপ্ত ভাড়া (প্রতি শিফট ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা) ঐ সকল সুবিধাদি ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য ব্যয় করা যাবে। এ টাকার আয়ব্যয় একটি পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং বছর শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ ৩০ জুন বা তার পূর্বে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বা জ্বালানী তেল সরবরাহ বাবদ প্রাপ্ত অর্থ একটি পৃথক রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং বিল পরিশোধ শেষে অবশিষ্ট টাকা ঐ সকল সুবিধাদি ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য ব্যয় করা যাবে। বছর শেষে সকল ব্যয় মেটানোর পর উদ্বৃত্ত অর্থ ৩০ জুন বা তার পূর্বে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

২২। এই নীতিমালা জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং সরকার প্রয়োজনে এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করতে পারবে।

১৩.০৪.১৫

ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।